২) ডাকঘর নাটকে রাজার চিঠি কীভাবে অমলের কাছে পৌঁছেছিল লেখো? ৪

⇒ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ডাকঘর নাটকে রবীন্দ্রনাথ তার আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। অমল চরিত্রটি ছোটোবেলা থেকেই অসুস্থ তাই তাকে গৃহবন্দি থাকতে হয়। গৃহবন্দি থাকার সময় সে কল্পনায় দেখতে পায় রাজার ডাকঘর স্থাপন ও শেষপর্যন্ত রাজার ডাক অমলের কাছে পৌঁছে যাওয়া।

অমলের বাড়ির সামনে রাজার ডাকঘর স্থাপিত হয়। বাড়ি প্রহরির কাছ থেকে অমল সেকথা প্রথম জানতে পারে। সে প্রহরির কাছ থেকেই প্রথমে জেনেছে রাজা তার মতো ছোটোদেরও চিঠি লেখেন তাই অমলের কাছে একদিন রাজার চিঠি আসবে বলে সে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে। তার মতো ছেলে মানুষও রাজার চিঠি পাবে সেটা ভেবে অমল অবাক হয়। প্রহরি এও জানিয়েছে রাজার ডাক হরকরারা কোনো একদিন অমলকে রাজার চিঠি পৌঁছে দিয়ে যাবে। এরপর থেকে শুরু হয়েছে প্রতিক্ষার পালা আর স্বপ্নের জালবোনা। একসময় তার মনের মধ্যে আকাঙ্খা জেগেছে ও প্রশ্ন জেগেছে যে সে পড়তে জানেনা তাহলে সে চিঠি পড়বে কে। যদিও তার উত্তর সে নিজেই খুঁজেছে। সে মোড়লকে জিজ্ঞেস করলে তার কাছ থেকে বিরূপ মনোভাবের পরিচয় পেয়েছে। মোড়ল তার সরলতা উপেক্ষা করেছে।

উপহাস করেছে তার মতো ছেলেকে রাজা চিঠি লেখার বলে। সে স্বপ্নে দেখেছে রাজার ডাক হরকরারা পাহাড় বেয়ে তার কাছে চিঠি নিয়ে আসছে। ঘরের চারদেওয়ালের বদ্ধ জীবনে একদিন অমল অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেদিন থেকে শুনেছে, রাজার চিঠি পাবে সেদিন থেকে সে সুরকোলের মধ্যেই আনন্দ পায়।

মোড়ল একখানা সাদা কাগজ দেখিয়ে রাজার চিঠি বলে অমলকে উপহাস করে। নিজের মনগড়া কথা বসিয়ে সে চিঠি পাঠিয়ে করে। কিন্তু ঠাকুরদা তার বিশ্বাসের ভুতকে দৃঢ় করে। মোড়লের সাদা কাগজেই সে রাজার চিঠি তার প্রকাশ করেন। অমলকে জানায় রাজার বার্তা তার সঙ্গে দেখা করার কথা। মোড়ল তাকে উপেক্ষা করেছে উপহাস করেছে। অমল রবীন্দ্রনাথ তার হাত দিয়েই অমলের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন রাজার চিঠি তার বার্তা। অবিশ্বাসী মোড়ল হয়ে উঠেছে রাজার বার্তাবাহক।